দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB. 7, 1999

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

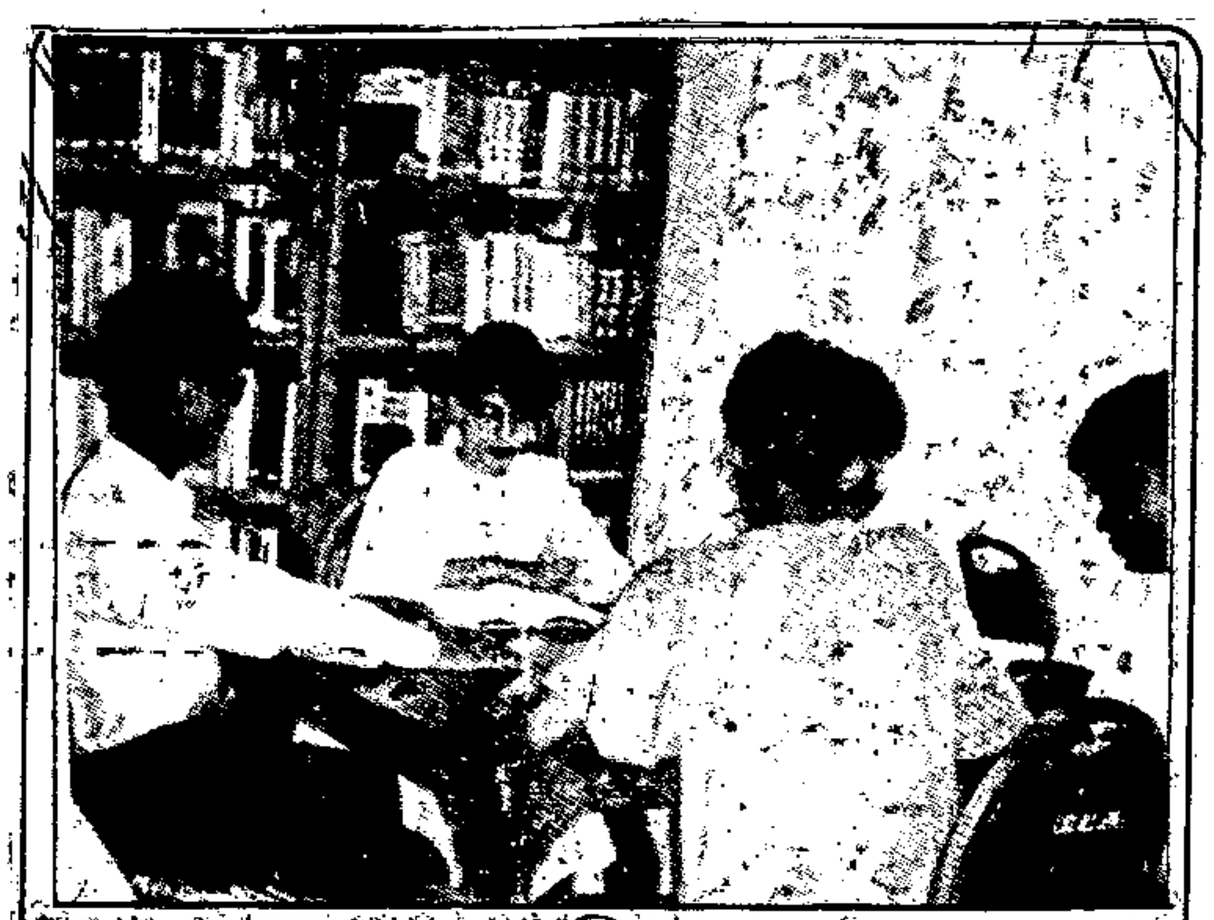

আধুনিকায়নের পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মহান কাজে ব্যস্ত, সেই সুবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীকেও আধুনিক করার চিন্তাভাবনা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একান্ত দাবি ছিল। সে দাবি এখন মিটেছে।

নূরুল করিম ভূইয়া

আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে বাংলা একাডেমীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং উত্তর পাশে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থাকলেও পাঁচ লক্ষাধিক গ্রন্থ সমৃদ্ধ এই লাইব্রেরীতে শিক্ষার্থীদের পদচারণা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আধুনিকায়নের পর লাইব্রেরী চমৎকার সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা আসন ব্যবস্থা জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে চমৎকারিত্ব এনে দিয়েছে। জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞান আহরণের সুবিধার জন্য কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছে এয়ার কন্ডিশনের। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণকারীদের পদচারণা নব যৌবনে উত্তেজিত করে তোলে গোটা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণকে। স্থানাভাব দূর করতে হাতে নেয়া হয়েছে লাইব্রেরী সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা।

জ্ঞানের অন্যতম বাহন হলো বই, আর এই বইয়ের যৌবনে চির জোয়ান এই কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। জ্ঞান চর্চার নিরিবিলি পরিবেশ বিরাজ করছে লাইব্রেরীতে।

আর্থিক ও সময়ের বিবেচনায় একজন মানুষের পক্ষে সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। তাই তাকে বই পড়ে তার জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হবে। বই পড়ে জ্ঞান আহরণের সুমহান সুযোগ করে দিয়েছে লাইব্রেরীগুলো। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, গণিত, আইন ও ধর্মীয় বইসহ বিচিত্র বইয়ের সম্ভার লাইব্রেরী। তাই ক'দিন আগে অনেক ঘটা করে স্লোগান উঠল—"পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার চাই"।

ইদানীং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে প্রেমিক-প্রেমিকাদেরও ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এ লাইব্রেরীতে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শ' ছাত্রছাত্রী জ্ঞান চর্চার জন্য ভিড় জমায়। সেই সাথে শিক্ষক সমাজও তাদের জ্ঞানপিপাসায় একটু জ্ঞানজল দিতে ছুটে আসেন লাইব্রেরীতে। গবেষক তাঁর আলতো ছোঁয়ার গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেন কথা বলতে বলতে, চির যৌবনা বইগুলোর সাথে। কিন্তু আধুনিক ও সময়োপযোগী পর্যাপ্ত বই না থাকায় অনেকে ফিরে যান রক্তাক্ত হৃদয়ে।